বিশ শত-কর কথাসাহিত্যিক দী-পন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় (১৯৩৩-৭৯) তাঁর -বশ কিছু ছোটোগল্পে পুরাণকে সময় অনুসারে নতুন ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন । এই গল্পগুলিতে তিনি বর্তমান সম-য়র সংকটকে রূপ দিয়েছেন পৌরাণিক শব্দ, চরিত্র, অনুষঙ্গ ও পরিমণ্ডল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে । তাই তাঁর রচনায় পুরাণ আধুনিক মাত্রা পেয়েছে । 'অশ্বমেধের -ঘাড়া'(১৯৬৩) গল্প-সংকল-নর অন্তর্গত 'স্বয়ম্বর সভা' তাঁর এরকমই একটি গল্প । গল্পটি প্রথমে 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' নামে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে 'মানসী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হ-য়ছিল । গল্পটি সম্প-র্ক -দ-বশ রায় 'দী-পন--দ-ব-শর দী-পন' স্মৃতিচারণার একটি অং-শ জানি-য়-ছন --- ''....উদয়-এর ঘ-রর এই অসংখ্য নৈশ আড্ডারই -কানও একদি-নর ঘটনা নি-য় 'স্বয়ম্বর সভা' গল্পটি -লখা''।[১]

গল্পটি-ত পুরাণ-ক -লখক বর্তমা-ন স্থাপন ক-র-ছন সূক্ষ্ম সং-ক-ত । গল্পটির নাম 'স্বয়ম্বর সভা' হ-লও স্বয়ম্বর সভার -কানও বিবরণ গল্পটি-ত -নই । -কবল -দ্রৌপদী না-মর সংকেতে ব্যক্ত হয়েছে মহাভারতের কালে নারীকে যেভাবে ব্যবহার করা হত তার ব্যঞ্জনা ।

প্রথ-ম আমরা -য বর্তমা-ন গল্পটি উপস্থাপিত -সই বর্তমান-ক বিবৃত করব । গল্পটি শুরু হ-য়-ছ অখিল, সুধাংশু আর বিনয় না-ম তিন যুব-কর আড্ডা -দওয়ার বিবরণ-ক -কন্দ্র ক-র । তিন যুবক যা-দর সুস্থ -মাটামুটি চ-ল যাওয়ার ম-তা সংস্থান আ-ছ কিন্তু সচ্ছলভা-ব সংসার করবার উপায় -নই তা-দর হতাশা এবং অভাব-বাধ নি-য় এই গল্প । তিন বন্ধুর সংলাপে ফুটে উঠেছে পঞ্চাশের দশকের পশ্চিমবাংলা ও কলকাতার সমাজচিত্র ।

গল্পটির দুটি পর্যায় । প্রথম পর্যা-য় তিনবন্ধু নি-জ-দর ম-ধ্য কথা ব-ল । -সই ক-থাপকথ-ন প্রকাশ পেয়েছে সংসারের সঙ্গে তাদের একটি অসংলগ্ন সম্পর্ক । অর্থাৎ কোনও কিছুর সঙ্গেই তারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয় । তারা অবিবাহিত, এককভাবে সংসার চালানোর ক্ষমতা -নই; যদিও মা-বাবা-ভাই--বান সহ পরিবার আ-ছ । কিন্তু জীব-নর -কানও আনন্দ তারা অনুভব ক-র না । প্র-ত্য-করই কথার ম-ধ্য নিরর্থক, আগ্রহবিহীন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাবিহীন জীবন যাপ-নর ছবি ফু-ট উ-ঠ-ছ ।

তারা -কউই অপরাধী নয় কিন্তু ম-নর ম-ধ্য কিছু কিছু দুর্বলতা আ-ছ । তাই জীব-নর বিভিন্ন ঘটনা -থ-ক তারা নি-জ-দর জীব-নর পাপপু-ণ্যর বিচার কর-ত -চ-য়-ছ । তিনজ-নর জীবনই স্বাভাবিক নারী সংসর্গবিহীন । কিন্তু নারী সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষা টুক-রা টুক-রা কথায়

---

[42] অধ্যাপিকা, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া

ফু-ট উ-ঠ-ছ । কখনও কখনও নারী শরী-রর স্বাদ তারা -প-য়-ছ । গল্প যত এগি-য়-ছ তিন যুব-কর ম-নর এই দিকটা ততই প্রকাশিত --- ''সুধাংশু বলল, 'এস্-সা', লাই-ন এ-সা । আস-ল বুঝলি অখিল, -ম-য়-ছ-লর কথা যখন ভাবি --- মা-ন -গাটা শরীর-ফরির নি-য় একটা আ-স্তা -ম-য়-ছ-ল --- আস-ল -ম-য়-ছ-ল মা-ন একটা -গাটা জগৎ । বুঝলি না, পৃথিবী-ত -ম-য়-ছ-ল আ-ছ ব-লই -তা এখ-না -বঁ-চ থাকা । ক-ব -দখবি দুম ক-র জীব-নও বিশ্বাস ক-র ব-স আছি । একটা পু-রা -ম-য়-ছ-ল মা-ন -তা উপনিষদ-ফুপনিষদ -গা-ছর ব্যাপার । যা-ত সব প্র-ফসি ক-র -দওয়া আ-ছ । বুঝিসই -তা, জীব-ন কিছু -পলাম না। তাই এই ফাঁকটা-ক ফাঁকি -দওয়ার জন্য একটা ফালতু ফিলজফি গ-ড় -র-খছি ।''[২]

তিনজনের দীর্ঘ কথোপকথনে লেখক বেশ কিছু ঘটনা তুলে ধরেছেন । ঘটনাগুলির কেন্দ্রীয় বিষয় ময়দান এবং পাগলী । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগের ফলে সমাজে পাগলীর সংখ্যা -ব-ড় গি-য়ছিল । অ-নক সুস্থ -ম-য় মানসিক এবং শারীরিক নির্যাত-নর শিকার হ-য় পাগলীতে পরিণত হত । তাই তিনজনের বলা ঘটনায় বিভিন্ন ধরনের পাগলী চরিত্র উঠে এ-স-ছ । সুধাংশুর -দখা পাগলীটার ''পর-ন -ছঁড়া পায়জামা আর -গঞ্জি, মাথার চুল বব করা, অথচ মুখটা অবিকল হিন্দু ঘ-রর -প্রৌঢ় বালবিধবা ।''[৩] বিনয় -ছাট -বলাকার -দখা পাগলীটার কথা, -চহারা, গলার স্বর সবই ভু-ল -গ-ছ -কবল ম-ন আ-ছ তার মু-খর সাই-রন ও হাসির কথা । যু-দ্ধর সময়কার -সই পাগলীটার কথা ম-ন পড়-ল আজও বিন-য়র গা-য় কাঁটা -দয় । ''এখনও কাগ-জ -কাথাও যু-দ্ধর খবর পড়-লই আমি -যন কা-ন সাই-রন আর পাগলীর হাসি শুন-ত পাই ।''[৪] অখিল -য পাগলীর বিবরণ দি-য়-ছ সে ঘরে লাগা আগুনে সন্তান হারিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে ।

দীর্ঘ কথোপকথনে তিনটি চরিত্র এবং তাদের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশকে তুলে ধরার পর গল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হ-য়-ছ । তিন বন্ধু মি-ল শুরু ক-র-ছ তা-সর -খলা । তারা ফ্লাশ -খল-ব । ফ্লাশ -খলা সবসময় বাজি -র-খ -খল-ত হয় । সাধারণত এটি তিনজ-নর -খলা । তাস বিলি করা হয় । তিনটি একই তাস থাক-ল ট্রা-য়া ব-ল, ট্রা-য়ার পর -জাড়া । তাস -তালার পর ডাকাডাকি শুরু হয় । হা-ত -য তাস থাক-ব তার ম-ধ্য যার হা-ত বড় তাস থাক-ব -সই জিত-ব।

ফ্লাশ -খলা শুরু হ-তই -স্টক্-এর প্রশ্ন ও-ঠ । অর্থাৎ প্রতিদা-ন কত বাজি -র-খ -খলা শুরু কর-ত হ-ব তার প্রশ্ন ও-ঠ । এখা-ন তিনটি যুব-করই অর্থাভাব । কা-জই তারা পয়সা দি-য় বাজি রা-খনি । তারা বাজি রাখল অন্যভা-ব । তারা প্রতি দা-নই -ভ-ব নিল এক একজন নারী-ক -য নারী-ক তারা তিনজ-নই -চ-ন অথবা কমপ-ক্ষ দু'জ-ন -চ-ন । প্রতি দা-ন -স্টক্ -দওয়া হ-ব না । কিন্তু যার তাস সব -থ-ক ভাল হ-ব তা-কই -যন কল্পনায় সেই নারীটি দেওয়া হবে । এইভাবেই তিনজন যুবক তাদের একক নারীসঙ্গ বিহীন, সংসারবিহীন নিরানন্দ জীব-ন নারী-ক পাওয়ার -য আকাঙ্ক্ষা তার বিচিত্র প্রকাশ ঘটাতে

শুরু করল । এইভা-ব তারা তা-দর -খলায় পরিচিতা, ঈষৎ পরিচিতা -ম-য়-দর বাজি রাখ-ত লাগল । বহু নারী-কই এইভা-ব তারা তা-দর কল্পনায় ভাগ ক-র নিল নি-জ-দর ম-ধ্য । -সই নারী-দর ম-ধ্য -যমন আ-ছ -দহজীবিনী, আধা-দহজীবিনী; -তমনই আ-ছ অতী-তর -প্রমিকা, অফি-সর সহকর্মিনী, -র-স্তরার ও-য়-ট্রস, -দশি বা বি-দশি ফি-ল্মর -ম-য় বিভিন্ন স্ত-রর নারী --- এমনকি পাগলী পর্যন্ত ।

খেলা এগিয়ে চলে, তিন যুবক কিন্তু এই বানানো খেলার মধ্যেই অনুভব করে উত্তেজনা । বাজি রাখার ম-তা পরিচিত -ম-য় ফুরি-য় যায় । তখন সব-শ-ষ -খলার আস-র উচ্চারিত হয় -দ্রৌপদীর নাম । গল্পকা-রর কথায় -সই পরি-বশ স্পষ্ট হ-য় ও-ঠ --- ''আ-স্ত আ-স্ত ঘ-রর হাওয়া থমথ-ম হ-য় উ-ঠছিল । আ-স্ত আ-স্ত বিনয় এবং সুধাংশুর -চাখ-মু-খর -চহারা পাকা জুয়াড়ীর ম-তা হ-য়ছিল । ..... তারপর একটা সময় এল, যখন আর -কা-না -ম-য়র স্মৃতি ম-ন আস-ছ না । সুধাংশু বলল, 'ঠিক আ-ছ । -স্রফ না-মর ওপর -হাক । কা-ন -শানা, বই-য় পড়া' । অখিল হঠাৎ উ-ঠ ব-স সা-জষ্ট করল, '-দ্রৌপদী' ।''[৫]

এ প্রসঙ্গে মহাভারতের দ্রৌপদী কেন্দ্রিক কাহিনিটি একবার সংক্ষেপে মনে করে নেওয়া যেতে পারে । পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞ-অনল-সম্ভূতা কন্যা হ-লন -দ্রৌপদী । রাজা দ্রুপদ এক কৃত্রিম আকাশযন্ত্র ও এক দুর্জয় ধনু নির্মাণ করে ঘোষণা করেছিলেন যে ব্যক্তি এই ধনুতে জ্যা যোজনা করে যন্ত্রের মধ্যে পঞ্চবাণ দিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারবেন স্বয়ম্বর সভায় -দ্রৌপদী তার গলা-তই বরমাল্য -দ-বন । এই স্বয়ম্বর সভা-তই -দ্রৌপদী কর্ণ-ক হীনজাতীয় সূতপুত্র বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র কৃতকার্য হয়েছিলেন অর্জুন । তিনি -দ্রৌপদীকে লাভ করলেও ঘটনাচক্রে দ্রৌপদীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল পঞ্চপাণ্ডবেরই । দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার কোনো প্রত্যক্ষ উ-ল্লখ -নই । -কবল -দ্রৌপদী নামটি ব্যবহার হ-য়-ছ জুয়ার পণ হি-স-ব । আমা-দর ম-ন প-ড় যায় মহাভার-ত -দ্রৌপদী-ক তাঁর স্বামী যুধিষ্ঠির পণ -র-খছি-লন। সর্বস্ব হারা-না যুধিষ্ঠির -দ্রৌপদী-ক বাজি -র-খ জুয়ায় -হ-র গি-য়ছি-লন । এরপর প্রকাশ্য সভায় দুঃশাস-নর হা-ত দ্রৌপদী যেভাবে অপমানিত হয়েছিলেন তাতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর লাঞ্ছনা কতটা তা স্পষ্ট হ-য় গি-য়ছিল ।

যখনই জুয়া খেলার প্রসঙ্গটি আসে তখনই মনে পড়ে গল্পটির নাম 'স্বয়ম্বর সভা' । প্রাচীনকালে যে স্বয়ম্বর সভা হত তাতে রাজকন্যা বা ধনী কন্যারা বহু পাত্রের মধ্যে নিজেদের মনোমত পাত্রকে বরণ করত । ''স্বয়ম্বর সভা ছিল একটি সামাজিক মিলন-ক্ষেত্র অনেকটা ক্রীড়া বা অস্ত্র প্রতিযোগিতারই মতো । যে রাজণ্যবর্গের স্বয়ম্বরার হৃদয় জ-য়র -কা-না সম্ভাবনাই থাকত না তারাও -যত -সই সভায় । ক-য়কদিন ধ-র আহ্বায়ক রা-জ্য এক উৎসবের মেজাজ ফুটে উঠত । রাজা আর রাজপুত্রেরা অবিরাম বিশ্রম্ভালাপে ও আত্মচর্চা ও পরচর্চায় -ম-ত থাকত । বিলাস-ব্যস-নর ম-ধ্য আ-য়াজিত এক দীর্ঘ রাজকীয়

আড্ডার -চহারা ধারণ করত -সই স্বয়ম্বর সভা । -সই সমা-ব-শও সমকালীন সমা-জর রূপ ক্ষ-ণ ক্ষ-ণই ফু-ট উঠত বিভিন্ন আ-লাচনায় । অবিরাম হত রাজনীতি চর্চা । বহুযু-দ্ধর সম্ভাবনা গড়ে উঠত ঐ সব সভা থেকেই, স্থাপিত হত অনেক বন্ধুত্ব আর শত্রুতার সম্পর্ক ।

কিন্তু সব কিছুর -ক-ন্দ্র কখনও সমুচ্চারিত আর কখনও অনুচ্চারিত ভা-ব -থ-ক -যত একটি নারী । যা-ক পাবার জন্যই অথবা -দখার জন্য এত আ-য়াজন । যা-দর রাজকন্যা পাবার -কানও প্রত্যাশা -নই তারাও -দখ-ত চায় -সই নারী-ক ।''[৬]

স্বভাবতই এ প্রশ্ন উঠ-ত পা-র -লখক গল্পটির নাম 'স্বয়ম্বর সভা' -কন রাখ-লন । প্রকৃতপক্ষে পুরাণের স্বয়ম্বর সভার সঙ্গে গল্পের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই । মনে হয় লেখক এখা-ন স্বয়ম্বর শব্দটির আক্ষরিক অর্থটি-কই ব্যবহার কর-ত -চ-য়-ছন । গ-ল্প তিন যুবক-ক -কউ এই ধর-নর বাজি রাখতে বাধ্য করেনি । তাদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্কও নেই । তিনবন্ধু নি-জ-দর ইচ্ছায় পারস্পরিক সহ-যাগিতার মধ্য দি-য়ই নারী-ক -ভাগ করবার এই কল্পনার প্রতি-যাগিতায় -স্বচ্ছায় সামিল হ-য়-ছ । নি-জরাই -ব-ছ নি-য়-ছ নি-জ-দর অবদমিত -ভা-গর -খলা । এই গল্পটি-ত স্বয়ম্বর সভার কাঠা-মা ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু -য-কা-না স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত প্রতি-যাগী পুরুষ-দর ম-ন নারী-ক লাভ করার বাসনা থাকত এই সত্য অস্বীকার করা যায় না । দী-পন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় তাঁর অসাধারণ শিল্পদক্ষতার গুণে মহাভারতের দ্রৌপদী-কেন্দ্রিক এই দুটি দৃশ্যকে মিলিয়ে একটি চিত্রকল্প নির্মাণ ক-র-ছন। যার একটি হল নারী-ক পাবার প্রতি-যাগিতায় আ-য়াজিত স্বয়ম্বর সভা এবং অন্যটা হল জুয়া-খলার -নশা। এ জন্যই গ-ল্পর নাম 'স্বয়ম্বর সভা'।

গল্পের বিষয়বস্তু ও লেখকের বক্তব্য পরিস্ফুট করার জন্য দ্রৌপদী নামের উল্লেখে মহাভারতের যে গল্পটি মনের মধ্যে জেগে ওঠে তারই অনুষঙ্গে এই গল্পে পুরাণ প্রয়োগ হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় । আলোচক সুমিতা চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, '' 'স্বয়ম্বর সভা' না-ম দী-পন্দ্রনা-থর এই গল্পটি একা-লর সাহি-ত্য পুরুষ-মান-স নারীর আকাঙ্ক্ষা-জনিত সমস্যাটা-কই -কন্দ্র-বিন্দু করেছে। আর তার চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে মহাভারত। সেইকালের চালচিত্রেই মূর্ত হয়েছে এই কা-লর সংকট।''[৭]

পুরুষতান্ত্রিক সমা-জ নারী লুব্ধ কামনার পাত্রী; আবার সেইসঙ্গে নারীকে আধিপত্যকামী পুরুষ নিজের সম্পত্তি বলেও গণ্য করে । কৌরব সভার পাশাখেলায় দ্রৌপদীকে এই দ্বিবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে । যুধিষ্ঠির তাঁকে ব্যবহার করেছেন সম্পত্তির মতো । বাজি হেরে গেলে প্রকাশ্য সভায় আনীত -দ্রৌপদী-ক -দ-খ দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি রাজ পুরু-ষরা -য আচরণ ক-র-ছন তা-ত নারী-ক -ভাগ্যবস্তু রূ-প -দখবার প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট । এইভা-ব পুরা-ণর আখ্যান গ-ল্প ব্যবহার ক-র-ছন দী-পন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় ।

কিন্তু গল্পটির ব্যঞ্জনা আরও গভীরে । গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তিন যুবক কৌরব সভার অভিজাত শক্তিমান পুরুষ নয়; তারা নিতান্তই নিম্নবিত্ত মানুষের প্রতিনিধি । তাদের মধ্যে -কউ -বকার, -কউ আধা--বকার আবার -কউ সামান্য চাকরি ক-র । কিন্তু মহাভার-তর যু-গর ম-তা নারী সম্প-র্ক একই বাসনা তা-দর ম-ধ্যও আ-ছ । দী-পন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় অত্যন্ত সফলভা-ব -দখি-য়-ছন -য সর্ব অবস্থা-তই পুরুষতান্ত্রিক সমা-জ নারী লুব্ধতা এবং নারীকে সম্পত্তি বলে গণ্য করার প্রবণতা সেই প্রাচীনকাল থেকে এখনও পর্যন্ত চলে আসছে । সমা-লাচ-কর কথায়, ''ভারত যু-দ্ধর প্রাগৈতিহাসিক পৃষ্ঠা -থ-ক -সই -দ্রৌপদীর আত্মাই -যন -ন-ম এ-স-ছ এই গ-ল্প । -দ্রৌপদী-ক জি-ত -নওয়ার প্রতি-যাগিতা এই গ-ল্পর পরিণামী পরিস্থিতি । তাই 'স্বয়ম্বর সভা' নাম দি-য় আদিকা-ব্যর -সই স্মরণ-চলচিত্র শুরু ক-র-ছন -লখক ।''[৮] পুরুষ-শাসিত সমা-জ নারী-ক -ভাগ্যপণ্য রূ-প -দখার -য চিরকালীন মানসিকতা তাকেই লেখক পুরাণের আশ্রয়ে ব্যক্ত করেছেন। এইভাবেই দীপেন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র গ-ল্প পুরাণ-প্র-য়াগ পাঠ-কর ম-ন এক ভিন্ন তাৎপর্য বহন ক-র আ-ন। তা একইসঙ্গে সেকালের বাস্তবতার পাশাপাশি একা-লর সত্য-কও প্রমূর্ত ক-র -তা-ল ।

তথ্যসূত্র :-

১. -দ-বশ রায় 'দী-পন-দেবেশের দীপেন' । আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), দিবারাত্রির কাব্য (দীপেন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায় সংখ্যা) । জুলাই-ডি-সম্বর ১৯৯৭ । পৃ. - ৮৯ ।
২. দী-পন্দ্রনাথ ব-ন্দ্যাপাধ্যায়, 'স্বয়ম্বর সভা' ('অশ্ব-ম-ধর -ঘাড়া') । ১৯৮৪ । পৃ. - ৭৭। কলকাতা : অন্যধারা । চতুর্থ সংস্করণ ।
৩. ত-দব । পৃ. - ৭১ ।
৪. ত-দব । পৃ. - ৭২ ।
৫. ত-দব । পৃ. - ৮২ ।
৬. সুমিতা চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাণ চিত্রকল্প-নির্মাণ । আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), দিবারাত্রির কাব্য (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা) । প্রাগুক্ত । পৃ. - ১৯৩
৭. ত-দব । পৃ. - ১৯৫ ।
৮. ত-দব । পৃ. - ১৯৬ ।